জাল মদ কারখানা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ বাড়ির নীচে চোরাকুঠুরি। জানতেন না কেউ। সেই কুঠুরির গোপন ঘরে বসেই চলত জাল মদ তৈরির কাজ। শিলিগুড়ি মহকুমার বিধান নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মদ তৈরি সরঞ্জাম! যা দেখে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের! পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরে জাল মদ উত্তরবঙ্গ হয়ে বিহারে পাচার হওয়ার খবর আসছিল। আন্তঃরাজ্যের এই মাদক চক্রটির সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত তা প্রথমে বুঝতে পারেননি তদন্তকারীরা। বিহার পুলিশের তদন্তের জেরে ধৃত তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ সরকারের খোঁজ মেলে। গত ১৯ জুলাই, ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করে বিহার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ধৃত তৃণমূল নেতার বাড়িতে শনিবার রাতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। আবিষ্কার হয় ঘরের নীচে আস্ত একটি চোরাকুঠুরি। সেই কুঠুরির মধ্যেই তৈরি করা হয়েছে কারখানা। সেখানেই তৈরি হত জাল মদ। সেই মদ পাচার হয়ে যেত রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ধৃত তৃণমূল নেতার ওই 'গোপন ডেরা' থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের আনুমান ওই জাল মদ নেপাল এবং বিহারে পাচার করত ওই ব্যক্তি। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস আরও অন্য চোরা কারবারের সাথে যুক্ত আছে কি না তা জানা যায় নি। এদিকে বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চান নি দার্জিলিং জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ব্যাপারে কেউ কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার।

যুবকের আত্মহত্যা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ সিমেন্ট কারখানার কর্মী এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়িতে। জানা গেছে পুলিশের ভয়ে পলাতক ছিল ওই যুবক। মৃত যুবকের নাম প্রদীপ দাস (৪৫)। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার একটি সিমেন্ট কারখানার কর্মী ছিল প্রদীপ। যদিও বেশ কিছুদিন ধরে ঠিকমতো বেতন মিলছিল না তাদের। এই নিয়ে মালিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমনকি মারধরের ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রদীপের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার পর থেকেই ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল প্রদীপ। রবিবার তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। মৃত যুবকের কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

জেএমবি জঙ্গিযোগ থাকা নদীয়া জেলার থানাগুলিতে বিশেষ নজরদারি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৫ জুলাই ঃ জেএমবি জঙ্গিযোগ থাকা নদীয়া জেলার থানাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালাতে জেলার সমস্ত থানাকে অ্যালার্ট করা হয়েছে। কলকাতায় এসটিএফের হাতে তিন জেএমবি জঙ্গি ধরা পড়ার পরই জেলা পুলিশ সতর্ক হয়ে সব থানাকে অ্যালার্ট করেছে। বিশেষত জেলার যেসব থানা এলাকায় এর আগে জিএমবি জঙ্গিযোগের মিলেছিল সেই সব জায়গায় আলাদাভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে। কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপার ঈশানী পাল বলেন, সব থানাকে অ্যালার্ট করা হয়েছে। সব থানাই নজরদারি চালাচ্ছে। বর্ডার এলাকায় বিএসএফ থাকছে। যেসব এলাকায় জেএমবি যোগ ছিল সেখানে আলাদাভাবে নজরদারি চলছে। নদীয়া জেলার সঙ্গে জেএমবি জঙ্গিযোগ দীর্ঘদিনের। ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণ কাণ্ডে বাংলাদেশি জেএমবি জঙ্গি শাকিল গাজির নাম উঠে আসে। সে নদীয়ার করিমপুর থানার বারবাকপুরে টুপি, আসন, মাদুর প্রভৃতি জিনিস বিক্রি করতে আসত। সেখান থেকেই আজিজুল গাজির মেয়ে রাজিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। এরপর রাজিয়াকে বিয়েও করে। বারবাকপুর থেকে এক কিলোমিটার দূরে নদীয়ার থানারপাড়া থানা। বর্ধমান বিস্ফোরণের পর এই থানার গামাখালি থেকে সিআইডি ও পুলিশ ৪১টি জিলেটিন স্টিক উদ্ধার করেছিল। সেই সময় এই বাড়ির যুবক জহিরুল শেখের মাথার দাম তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। বছর দু'য়েক আগে ভিন রাজ্য থেকে এনআইএ তাকে গ্রেফতার করে। কালীগঞ্জ থানার মির্জাপুর থেকে জেএমবি যোগে ধরা পড়েছিল গিয়াসুদ্দিন মুন্সি। পাগলাচন্ডী স্টেশনের কাছে তার টুপি, জেরক্স সহ ধর্মীয় জিনিসপত্রের দোকান ছিল। তার দোকানে ও পরে বেলডাঙায় শাকিল গাজির দোকানে কাজ করা গফফর শেখ ও মাতিউর রহমানকেও এনআইএ জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই দু'জনের বাড়িও কালীগঞ্জ থানার রায়পুর ও মির্জাপুরে। এমনকী দেবগ্রামের ডাঙাপাড়ার জেএমবির শীর্ষ জঙ্গি নেতা তালহাও ডেরা বেঁধেছিল। তার মাথার দাম দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এনআইএ ও পুলিশের তৎপরতা শুরু হওয়ায় ওই জঙ্গি পালিয়ে যায়। করিমপুর থানার বারবাকপুরে জহিরুল শেখের স্ত্রী খানসা বিবিকেও এনআইএ দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সে বর্ধমানে জেএমবি জঙ্গিদের মাদ্রাসায় রান্না করত। জানা যায়, সেখান থেকে সে ট্রেনিংও নেয়। এছাড়া শাকিল গাজির স্ত্রী রাজিয়া ওরফে গুলশানও ছিল। নদীয়ার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ হয়ে মায়নামারের রোহিঙ্গাদের ঢোকার আশঙ্কা থাকায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হয়। সীমান্তে ২২২ কিমি এলাকায় পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ানরা নজরদারি চালায়। এরমধ্যে স্থলে কাঁটাতার রয়েছে ১৯৪.৩ কিমি। নদী এলাকায় কাঁটাতার আছে চার কিমি। জেলায় মোট ২৩.৭ কিমি অরক্ষিত এলাকা রয়েছে। তেহট্টের হোগলবাড়িয়া, মুরুটিয়া, ভীমপুর থানার রাঙিয়াপতো, মহাখোলা, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি থানা এলাকায় নদীর উপর কোনও কাঁটাতার নেই। ধানতলা থানা এলাকায়ও সীমান্তে কাঁটাতার নেই। ফলে সুযোগ বুঝে বেআইনি অনুপ্রবেশ ঘটেই চলে। মুরুটিয়া থানার পাইকসা গ্রামে দীর্ঘদিন ছিল জঙ্গি সুব্রত বাইন। পরে কলকাতার পাম অ্যাভিনিউ থেকে ধরা পড়ে। এরপরও পাচার, অনুপ্রবেশের সমস্যা রয়েছে। সম্প্রতি, কলকাতায় তিন জেএমবি জঙ্গি ধরা পড়ায় জেলার সব থানাকে অ্যালার্ট করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় পুলিশ, বিএসএফের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশও বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং চালাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় ওয়াচ টাওয়ার থেকেও চলছে নজরদারি। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও নজরদারি বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি থানাকে।

প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে তরুণীকে ভোজালির কোপ মারল জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৫ জুলাই ঃ প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে যুবতীকে ভোজালি দিয়ে আঘাত করার পর গায়ে পেট্রল ঢেলে আত্মহত্যার করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এক বিএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পাটনা বাজার মুকুন্দ সাগরপাড় এলাকায়। আহত ওই বিএসএফ জওয়ান মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। আক্রান্ত তরুণী তনুশ্রী জানা ও তার পরিবারের অভিযোগ, আশিস খাঁড়া নামে ওই বিএসএফ জওয়ানের সঙ্গে তরুণীর ২০১৮ সাল থেকে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। তরুণী জানিয়েছিলেন তিনি আশিসকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু আশিস রাজি হয়নি। অভিযোগ, পরে তরুণী জানতে পারেন অভিযুক্ত আগে থেকেই বিবাহিত। শুধু তাই নয়, তাঁর একটি শিশু সন্তানও রয়েছে। এই কথা জানতে পেরেই ওই জওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার চেষ্টা করেন তনুশ্রী। অভিযোগ, ওই বিএসএফ জওয়ান তাঁর ছবি বিকৃত করে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করে। কিন্তু তাতেও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেননি ওই তরুণী। অভিযোগ, রবিবার সকালে ওই জওয়ান তরুণীর বাড়িতে চড়াও হয়ে প্রথমে তাঁকে ভোজালি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করেন। তারপর বাড়ির মধ্যেই নিজেই নিজের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগানোর হুমকি দেন বলে অভিযোগ। তখন, তনুশ্রী তাঁর হাত থেকে লাইটার কেড়ে নেন এবং ঘর থেকে বের করে দেন। ছুটে আসেন তনুশ্রীর মা-বাবাও। আক্রান্ত যুবতী বলেন, আমার আশিসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ওর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছি। আমি ওকে বিয়েও করব বলেছিলাম। পরে জানতে পারি ও বিবাহিত এবং সন্তান রয়েছে। তখনই আমি সরে আসি। তারপরেও আমার সঙ্গে ও যোগাযোগ রাখছিল। কিন্তু আমি রাখতাম না। এদিন আচমকাই ও আমার বাড়িতে আসে। এসে নিজেই নিজের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালাতে যায়। আমি বাধা দিতে আমায় ভোজালি দিয়ে কোপ মারে। আঘাত পান আমার বাবাও। মদ্যপ অবস্থায় ছিল আশিস। বাড়িতে সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। প্রয়োজনে সে প্রমাণও দিতে পারি। পাল্টা, আহত বিএসএফ জওয়ানের অভিযোগ, ওই তরুণীর পরিবার একাধিকবার ব্ল্যাকমেল করে তাঁর থেকে প্রচুর পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করেছে। অভিযোগ, তনুশ্রী ইদানিং একটি নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং ওই জওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা বলেন। এই নিয়েই এদিন তনুশ্রীর বাড়িতে দেখা করতে যান আশিস। সেইসময়, তনুশ্রীর দাদা ও বাবা মিলে তাঁর গায়ে পেট্রল ঢেলে দেন বলে অভিযোগ। কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচে ফেরেন তিনি। ঘটনায়, স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

আক্রান্ত জামাই

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ জুলাই ঃ স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক বিবাদ। আর সেই বিবাদের জেরে নিজের জামাইকে কুপিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা শ্বশুর ও শ্যালকের। হামলায় গুরুতর আহত জামাইকে ভর্তি করা হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচলের গৌড়হন্ডো গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর এলাকায়। আহতর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, চাঁদপুরের বাসিন্দা সেরাজুল আলির সঙ্গে প্রায় তিন বছর ধরে বিবাদ চলছিল তার স্ত্রী সুলেখা খাতুনের। এমনকি পারিবারিক অশান্তির জেরে প্রায় দু'বছর আগে সুলেখা বাপের বাড়ি চলে যায় বলে অভিযোগ। যদিও স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ চলছিলই। অভিযোগ, শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় চাঁচল থানার মাড়োয়ারি পাড়ার কাছে সেরাজুলের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় তার শ্বশুর সেরাজুল হক ও শ্যালক রোশন শেখ। ঘটনায় গুরুতর জখম হন সেরাজুল। স্থানীয়রা তার চিৎকারে ছুটে আসতেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত সেরাজুলকে প্রথমে স্থনীয় হাসপাতালে পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চাঁচল থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে শ্বশুর ও শ্যালকের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আহতের চিকিৎসা চলছে মেডিক্যালে। আহতর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

মৃৎশিল্পীদের সভা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ জুলাই ঃ করোনার জেরে লকডাউন হওয়ার কারণে এখনও পর্যন্ত দুর্গাপূজা নিশ্চিত না অনিশ্চিত ঘোষণা করেননি রাজ্য সরকার। তাই কার্যত অনিশ্চয়তার অশনিসংকেত দেখতে পাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা। রবিবার উত্তরবঙ্গ ব্যাপী বিভিন্ন জেলার মৃৎশিল্পীদের নিয়ে কোচবিহার রেডক্রস ভবনে একটি আলোচনা সভা এবং বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মৃৎশিল্পী অলক পাল জানান, বর্তমান করোনা আবহের কারণে আদতে দুর্গাপূজা সম্ভব কিনা তাই নিয়ে তারা অনিশ্চিত। বিগত বছরে ঠাকুর বানানো হলেও পুজো হয়নি সেই ভাবে। চলতি বছর তারা ঠাকুর বানাতে চাইছেন না আগের মত করে। ছোট ছোট কিছু ঠাকুর তৈরি করা হচ্ছে ক্লাবগুলোর জন্য। বড় ঠাকুর তৈরি হচ্ছে না। এমত পরিস্থিতিতে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে আর্থিক মন্দা এবং খারাপ পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন তারা। রবিবার উত্তরবঙ্গ ব্যাপী বিভিন্ন জেলা নিয়ে তারা রেডক্রস ভবনে বৈঠক করেছেন। রাজ্য সরকারের কাছে তাদের আর্থিক অনুদান এবং অবিলম্বে সহযোগিতা দাবি করেছেন তারা। ২০২০ সালেও তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারেননি দুর্গাপূজার সময়। চলতি বছরে প্রায় একই পরিস্থিতি। তারা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে কী করবেন এই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। এদিন উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলা সহ আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং থেকেও মৃৎশিল্পীরা বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

জটিলতায় আটকে দুই শিক্ষকের বদলি

দেবাশিস চক্রবর্তী, বহরমপুর

শিক্ষাদপ্তরের অর্ডার হাতে পাবার পরও ঝুলে আছে দুই শিক্ষকের মিউচুয়াল ট্রান্সফার। অনেক চেষ্টার পর মিউচুয়াল ট্রান্সফারের অর্ডার হাতে পাওয়ার দিনই বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যায়। নির্বাচনী বিধিনিষেধের কারণে তাই আর ট্রান্সফার নিতে পারেননি দুই শারীর শিক্ষার শিক্ষক। ভোট শেষ হতেই আবার শুরু হয় লকডাউন। এরপর ৫মে পুণরায় শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশিকা বেরোয়। ওই নির্দেশিকায় বিধানসভা ভোটের জন্য বন্ধ হয়ে থাকা ট্রান্সফারগুলি পুণরায় শীঘ্রই (ইমিডিয়েট) চালু করতে বলা হয়। নির্দেশিকায় আরও বলা হয় নিজের স্কুল থেকে রিলিজ নেওয়ার পর নতুন স্কুলে পনেরো দিনের মধ্যে জয়েন করতে হবে। আগে রিলিজ নেবার তিন দিনের মধ্যেই জয়েন করতে হতো। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এই সময়সীমাও বাড়ানো হয়। হুগলীর কোটালপুর হাইস্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষক পরিব্রত হালদার বলেন, আমার স্কুলে সেক্রেটারি না থাকায় ওই নির্দেশিকা বেরোনোর পরই আমি একদিন এসআই অফিসেও গিয়েছিলাম। কিন্তু এসআইকে পাইনি। করোনা পরিস্থিতিতে অফিসে সেইসময় কর্মচারীদের সংখ্যাও অনেকটাই কম ছিলো। ভাবছিলাম কয়েকদিন পর আবার যাবো। কিন্তু এরমধ্যেই আবার লকডাউন ঘোষণা হয়। দুই মাস পর এখন পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক। যার ফলে বদলির বিষয়ে নতুন করে যোগাযোগ শুরু করি। কিন্তু এখন আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রিলিজ দিতে চাইলেও মুর্শিদাবাদের হাতিনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রিলিজ দিতে চাইছেন না। কেনো দিচ্ছেন না তা আমি বুঝতে পারছি না। মুর্শিদাবাদের হাতিনগর আদিবাসী শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের শারীর শিক্ষার শিক্ষক অভিজিৎ গুছাইত বলেন, ট্রান্সফারটা হয়ে গেলে খুব ভালো হতো। কিন্তু আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক তো রিলিজ দিতেই চাইছেন না। হাতিনগর আদিবাসী শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক গোলোক বিহারী দাস বলেন, রিলিজ দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ৫মে শিক্ষা দপ্তরের যে নির্দেশিকা বেরিয়েছিল তাতে ইমিডিয়েট কথাটি লেখা ছিল। এখন প্রায় আড়াই মাস দেরি হয়ে গেছে। এতো দেরি নিশ্চয় ইমিডিয়েট পিরিয়ডের মধ্যে পড়ে না। তাই শিক্ষাদপ্তরে গিয়ে নতুন অর্ডার বের করার পরামর্শ দেন তিনি। মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অমর কুমার শীলও একই কথা বলেন। তবে নতুন করে মিউচুয়াল ট্রান্সফারের অর্ডার আদৌ আর বের করা সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে কিন্তু বেশ চিন্তায় পড়েছেন দুই জেলার ওই দুই শিক্ষক।

সেনার বৃক্ষরোপণ

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৫ জুলাই ঃ মালবাজার ৪৬ ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র সীমা বলের তরফে শালবাড়ি এলাকায় মুখ্য কার্যালয়ে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন করা হলো রবিবার। এদিন ৪৬ ব্যাটেলিয়নের অধীনে মোট ১৪টি বর্ডার আউট পোস্টে ১৮৭৮ টি চারা গাছ সহ মোট ২১৭৮ টি চারাগাছ রোপণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে ৮৮জন এসএসবি জওয়ান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমান্ডান্ট পার্থ সারথি রায়, দীপক সিং জায়রা সহ স্নেহ ফাউন্ডেশন, সিনি ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। স্নেহ ফাউন্ডেশনের তরফে অঞ্জনী প্রসাদ, অভিষেক ঘোষ বলেন সশস্ত্র সীমা বলের এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে এনজিওদের পাশাপাশি সমস্ত সরকারি বিভাগকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সবুজ হবে পৃথিবী।

আত্মঘাতী যুগল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জোড়া রহস্যমৃত্যু। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আত্মহত্যা করেছেন তরুণ-তরুণী। সাতসকালে চা বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পথ আটকেছিল এক দৃশ্য। একই শাড়ির ফাঁসে গাছে ঝুলছে পর পর দুটি দেহ। আঁতকে উঠেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। জোড়া রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মৃত তরুণের নাম নির্মল রায়। মৃত্যু হয়েছে জয়শ্রী রায় নামে এক তরুণীর। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত যুবকের বাড়ি এই বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই। গৃহবধূর বাড়ি রাজগঞ্জের সরকার পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, তরুণ-তরুণী দুজনেই বিবাহিত ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আত্মহত্যা করেছেন যুগলে। ঘটনাস্থলের পাশ থেকে একটি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় দুজনের পরিবারের তরফেই কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

আটক বাংলাদেশী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৫ জুলাই ঃ নদীয়ার ভীমপুর থানার রাঙিয়াপোতায় প্রবেশ করার সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরে আসায় আটক ২ বাংলাদেশী তরুণী। নদীয়া জেলার ভীমপুর এলাকায় বেশ কিছু অংশ সীমান্ত তারকাঁটা বিহীন অবস্থায় আছে। সেই এলাকা দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করছিল বলে জানা যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই দুই তরুণীকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে ভীমপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ভীমপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃতদের আজ কৃষ্ণনগর আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই দুই তরুণী বোম্বে ও কলকাতার হোটেলে বার ড্যান্সারের কাজ করে।

স্বাস্থ্যের উন্নতিতে দিশা দেখাচ্ছেন ড. পূজা মৈত্র

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ২৫ জুলাই ঃ ড. পূজা মৈত্র শান্তিপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, দিনের পর দিন তার এক একটি প্রয়সে শান্তিপুর ব্লকের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও সুদৃঢ় এবং উন্নতির সীমায় পৌঁছেছে। এক অনন্য নজির করে আজ তার হাত ধরেই শান্তিপুরে প্রতিটি ব্লকে শুরু হয়েছে 'দুয়ারে মেডিসিন' প্রকল্প। করোনাকালে যাতে কোনো রোগী ওষুধ থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য এই অভিনব প্রয়াস তিনি শুরু করেছেন। শান্তিপুরের বুকে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তৎসহ দুয়ারে ভ্যাকসিন শান্তিপুর ব্লকের এক অভিনব উদ্যোগ। তার উদ্যোগে শান্তিপুর ব্লকের প্রতিটি হেল্‌থ সেন্টার থেকে শুরু করে পিছিয়ে পড়া গ্রামেও শিবিরের মাধ্যমে করা হচ্ছে করোনা ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া। তার স্বউদ্যোগে পিছিয়ে পড়া মানুষকে সাহায্য থেকে শুরু করে ঝড়ে বিধ্বস্ত পরিবার এবং দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন ড. পূজা মৈত্র। তার সাথে কথা বলার সময় আমরা জানতে পারি শান্তিপুরের মানুষের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং তাদেরকে সুস্বাস্থ্য উপহার দেওয়া তার নৈতিক কর্তব্য। তার জন্যই প্রাণপণ ছুটে বেড়ানো ব্লকের এমাথা থেকে ওমাথা। কার্যত তার এই কার্যক্রমে স্বভাবতই খুশির হাওয়া সাধারণ মানুষের মনে। তবে একজন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক হিসাবে নয়, একজন সাধারন মানুষ হিসেবে তার বিবেক জাগ্রত হয়ে মানুষের তরে কাজ করে চলেছেন ড. পূজা মৈত্র। তারই উদ্যোগে ফুলিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এক অনন্য দিশা দেখাচ্ছে শান্তিপুর ব্লকে। পূজা মৈত্র সম্পর্কে আরও জানা যায়, মানুষকে সচেতন করতে এবং দিবারাত্র করোনা রোগীদের সাহায্যার্থে তিনি টেলিমেডিসিন চালু করেছিলেন। তাতে অনেক করোনা রোগীর উপকার হয়েছে। তবে শান্তিপুর ব্লকে পূজা মৈত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষা যে ঢালাওভাবে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার জন্য তাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তিনি যখন ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রথম আসেন তখন ভগ্নদশা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের টিমটিম করে হারিকেনের আলোতে চলছিল চিকিৎসা। ছিল না কোন লেবার রুম, ওটি এবং আনুসঙ্গিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। আজ তার হাত ধরেই ফুলিয়া বিপিএসসি নবরূপে সজ্জিত হয়েছে, হয়েছে পাকা রাস্তা, বসেছে জেনারেটর, শুরু হয়েছে লেবার রুমের কাজ। যেখানে চারটি বেডে স্বাস্থ্যপরিসেবা চলত তা বাড়িয়ে এখন বাইশটি বেডে রূপান্তরিত হয়েছে। ফুলিয়া হাসপাতাল এখন জেলার বুকে এক অনন্য নজির গড়েছে অর্থাৎ আরএইচ বিপিএইচ সিতে জেলার মধ্যে নির্মল হাসপাতাল হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তৎসহ পূজা মৈত্রর ইচ্ছে রাজ্যস্তরেও এই হাসপাতালকে এক দৃষ্টান্তমূলক জায়গায় পৌঁছে নিয়ে যাওয়া। তবে তার হাত ধরেই আজ ফুলিয়া হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের সুব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছে, চলছে অপারেশন। কার্যত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিপুল প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক পূজা মৈত্র। আশা রাখা যায় ভবিষ্যতে ড. পূজা মৈত্রর হাত ধরেই রাজ্যস্তরে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করবে শান্তিপুর ব্লক।

১০ টাকার জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের সঙ্কট

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৫ জুলাই ঃ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেন্ডার আছে। নিয়মিত জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার তোলেন। অথচ গত দেড় বছর ধরে খোদ আদালতে স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেন্ডার নেই। আর তার জেরে সঙ্কট দেখা দিয়েছে ১০ টাকার জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের। চরম দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার সাধারন গ্রাহকরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর আদালতে। দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসন। ঘটনায় জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে দুর্গাপুরে ১০ টাকার জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের কালোবাজারির অভিযোগ উঠেছে। আর তার খোঁজ নিতে গিয়েই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। দুর্গাপুর ট্রেজারি সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুরে জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার বিক্রির লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেন্ডার রয়েছে ৭ জন। তার মধ্যে ৫ জন নিয়মিত স্ট্যাম্প পেপার তোলেন। যার মধ্যে তিনজন বসেন দুর্গাপুর রেজিস্ট্রী অফিসে। স্ট্যাম্প পেপার কিনতে সকাল থেকে লম্বা লাইন পড়ে সেখানে। অভিযোগ, অথচ খোদ আদালত চত্বরে গত ২০ মাস যাবৎ কোন ভেন্ডার নেই। ফলে চরম দুর্ভোগে সাধারন গ্রাহকরা। জানা গেছে, লাইন দিলেও বেশীরভাগ সময় ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার মেলে না। সব থেকে বেশী সঙ্কট ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার। মূলত, ওই অঙ্কের স্ট্যাম্প পেপার অ্যাফিডেভিট, ডিকলারেশন, চুক্তিপত্রতে কাজে লাগে। ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার দৈনিক প্রায় আড়াই'শ র মতো চাহিদা থাকে। কিন্তু সেই অনুপাতে জোগান কম। আর তার ফলে কালোবাজারি হয় বলে অভিযোগ। এমনকি দ্বিগুন দামে বিক্রি হয় বলে অভিযোগ। জানা গেছে, প্রত্যেকে মাসে একজন ভেন্ডার ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প পেপার ট্রেজারি থেকে তুলতে পারেন। প্রশ্ন তার পরও সঙ্কট কেন? জানা গেছে, দুর্গাপুর আদালতে দুজন ভেন্ডার বসতেন। করোনা আবহে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এবং অন্যজন বার্ধ্যকজনিত কারনে আসতে পারেন না। যার ফলে ভেন্ডার শূন্য আদালত। দুর্গাপুর বার অ্যাসোশিয়েশনের সম্পাদক অনুপম মুখোপাধ্যায় অবশ্য জানান, করোনা আবহের শুরু থেকে প্রায় ২০ মাস ধরে দুর্গাপুর আদালতে কোন ভেন্ডার নেই। খুবই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা মহকুমা প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছি। এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় একজন ভেন্ডারকে রেজিস্ট্রী অফিস থেকে রুটিন করে আদালতে বসানোর আবেদন রেখেছি। তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসক বিভু গোয়েল জানান, রিপোর্ট পেয়েছি। খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১১-২১, তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২১। সিনি. ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১১-২১। কাজের নাম এবং অবস্থান ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের কাটোয়া-আজিমগঞ্জ, ব্যান্ডেল-কাটোয়া, বর্ধমান-কাটোয়া এবং কাটোয়া-আহমেদপুর শাখার ২৫ কেভি এসি ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন (০৩টি), স্যুইচিং স্টেশন (এসপি/এসএসপি) (২১টি), ফিডিং পোস্ট (০২টি) এবং অক্সিলারি ট্রান্সফর্মার (২০৭টি)-এর পিএসআই রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আউটসোর্সিং (১২ মাস)। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৩,৯৬,০২৬ টাকা। **জমাযোগ্য বায়নামূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২১ তারিখে দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোন সময় টেন্ডার খোলা হতে পারে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইন বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-68/2021-22)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড

CIN : L45209WB1982PLC034804

রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং. ১, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯

ই-মেলঃ info@likhamiconsulting.com, ওয়েবসাইট ঃ ww.likhamiconsulting.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে সোমবার, ২ আগস্ট, ২০২১ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় রেজিস্টার অফিসে ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং. ১, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, বিবেচনা এবং গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ১ম ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২১ এবং অন্যান্য বিষয় সিদ্ধান্ত অনুসারে।

আরও, বানিজ্যিক জানালা অধীন সেবি (আভ্যন্তরীন বানিজ্যের বন্দোবস্ত) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পড়তে হবে কোড অফ কণ্ডাক্ট যা কোম্পানি দ্বারা সূচিত সমস্ত পদাধিকারী এবং তাদের অনুসারী কোম্পানির বন্ধ থাকবে ১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৪ আগস্ট, ২০২১ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত।

আর বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -(ww.likhamiconsulting.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com)।

বোর্ডের আদেশানুসারে
লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড
বুলবুল অমিত ভানসালী
কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক
এম. নং. এ৩৩৬৪৬

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪.০৭.২০২১

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লি.

CIN : L51109WB1982PLC035565

রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ, রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৯

ই-মেলঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইটঃ www.goldencrest.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে সোমবার, ২ আগস্ট, ২০২১ বেলা ২.৩০ ঘটিকায় রেজিস্টার অফিসে ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ, রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৯, বিবেচনা এবং গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ১ম ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২১ এবং অন্যান্য বিষয় সিদ্ধান্ত অনুসারে।

আরও, বানিজ্যিক জানালা অধীন সেবি (আভ্যন্তরীন বানিজ্যের বন্দোবস্ত) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পড়তে হবে কোড অফ কণ্ডাক্ট যা কোম্পানি দ্বারা সূচিত সমস্ত পদাধিকারী এবং তাদের অনুসারী কোম্পানির বন্ধ থাকবে ১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৪ আগস্ট, ২০২১ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত।

আর বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -(www.goldencrest.in) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com)।

বোর্ডের আদেশানুসারে
গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
যোগেশ লামা
(সর্বক্ষণের পরিচালক)
DIN : 07799934

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪.০৭.২০২১

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L27209WB1971PLC028015

রেজি. অফিস ঃ ২৪০ বি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০

ফোন ঃ (০৩৩)-৪৬০৪৬৭৬২

ই-মেল ঃ bansalramesh@hotmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.indianbasemetals.com

সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল
তিন মাস শেষে ৩০ জুন, ২০২১

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২১ ৩ মাস শেষে (অনিরীক্ষিত)	বছর থেকে তারিখ ৩০.০৬.২০২০ ৯ মাস শেষে (অনিরীক্ষিত)	আর্থিক বছর শেষে পূর্ব বছরের ৩১.০৩.২০২১ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	৬.৭১	৮.৪৬	৩৩.১৮
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে	৩.৯৮	৬.৯৪	১৭.৭৩
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেম পর)	৩.৯৮	৬.৯৪	১৭.৭৩
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর, অতিরিক্ত এবং / অথবা অসাধারন আইটেম পর)	২.৯৫	৫.১৪	১৩.৪৫
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	-	-	১.০৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.১৩	৩০০.১৩	৩০০.১৩
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্ব বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে)	-	-	২৩৮.১৩
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	০.১০	০.১৭	০.৪৮

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট আর্থিক ফলাফলের ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫।

২. কার্যকর হয়েছে ১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে কোম্পানি গ্রহণ করেছে আইএনডি এএস। গ্রহণের বাস্তবায়ন ইতিমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে উপরি উল্লিখিত রাশিসমূহে।

৩. বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.indianbasemetals.com।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /-
রমেশ বনসল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিএফও

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪.০৭. ২০২১

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION - TENDER

Name of the Department : **Engineering, Br.-XII;** Tender invited & to be received by : **Executive Engineer (Civil), Br.-XII;** Name of the work & location; Estimated Amount; Time and Last date of receipt / opening of tender paper are as follows : **Renovation of road near Prem. No. 34 West Chowbagha Martin Para in Ward No. 108; ₹ 1,99,086.22; 03.08.2021 at 12.00 noon / 01.00 p.m.;** For detailed information please visit KMC website **https://www.kmcgov.in**

Name of the Department : **Engineering, Br.-VII;** Tender invited & to be received by : **Executive Engineer (Civil), Br.-VII;** Name of the work & location; Estimated Amount; Time and Last date of receipt / opening of tender paper are as follows : **1) Desilting of pipe sewer at Chowringee Lane, Pretoria Street, Ripon Street, Tottie Lane, Moira Street etc. in Ward No. 63; ₹ 2,41,777.83; 2) Repairing of Bituminous Road at a portion of Shamsul Huda Road, Tiljala Lane, Palm Avenue & etc. in W/65; ₹ 3,92,596.53; 3) Repairing of Bustee passage at 240, Tiljala Road, 29, 32, M.O. Lane, & it's surrounding area in W/65; ₹ 2,97,775.52; 4) Enlargement of Pipe sewer at 52B, Bondel Road in W/65; ₹ 2,79,,060.48; 5) Maintenance of Bustee drainage system at Tiljala Shibtala Lane, Tiljala Masjid Bari Lane, P.G. Road & it's surroundings in W/65; ₹ 2,92,342.50; 6) Repairing of Bustee sanitary latrine at Tiljala Road, Palm Avenue & it's surrounding area in W/65; ₹ 2,97,633.15; 7) Enlargement of Bustee Pipe sewer at 13, C.K. Lane & it's surrounding area in W/65; ₹ 2,97,761.81; 03.08.2021 at 12.00 noon / 12.30 p.m. (for Sl. No. 1 to 7);** For detailed information please visit KMC website **https://www.kmcgov.in (for Sl. No. 1 to 7).**

Name of the Department : **Engineering, Br.-XIII;** Tender invited & to be received by : **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII;** Name of the work & location; Estimated Amount(Including GST, CESS); Time and Last date of receipt / opening of tender paper are as follows : **1) Dev. of drainage system providing U/G sewer at K.G. Road slum area near H/O Milon Dhara in Ward No. 115; ₹ 3,93,805.49; 03.08.2021 at 12.00 noon / 01.00 p.m.; 2) Desilting of U/G Sewer Pr. No. 200 Jyotish Roy Road and its bye lane in Ward No. 117; ₹ 1,89,008.55; 06.08.2021 at 12.00 noon / 01.00 p.m.; 3) Desilting of surface drain at Sodepur Rd. Ishan Ghosh Rd. area in Ward No. 122; ₹ 2,90,204.95; 4) Construction of sanitary latrine at Sodepur 2nd Lane Ramkrishna Nagar, Sukanta Pally, etc. slum area in Ward No. 122; ₹ 4,98,827.05; 5) Maint. of sanitary latrine at Ishan Ghosh Road, Netaji Pally, K.K. Rd. etc. slum area in Ward No. 122; ₹ 3,73,410.85; 6) Dev. of Banamali Banerjee Rd., M.L. Gupta Rd. & U.A. Khan Sarani (bye lane) by laying hot-mix near Pr. No. 6/2, 249, & 865 in Ward No. 122; ₹ 3,27,010.37; 09.08.2021 at 12.00 noon / 01.00 p.m.(for Sl. No. 3 to 6);** For detailed information please visit KMC website **https://www.kmcgov.in (for Sl. No. 3 to 6).**

Name of the Department : **Engineering, Br.-XVI;** Tender invited & to be received by : **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI;** Name of the work & location; Estimated Amount(Including GST, CESS); Time and Last date of receipt / opening of tender paper are as follows : **1) Const. of U/G sewer at slum area of Kailash Ghosh Road near Pre. No. 551D in Ward No. 123; ₹ 4,72,426.15; 2) Maint. of surface drain at Jagat Chowdhury Road near Prem. No. 32/2 in Ward No. 126; ₹ 4,73,470.20; 3) Const. of W.B.M. Road at Sukanta Sarani bye Lane near Prem. No. 41/3 in Ward No. 124; ₹ 2,89,482.16; 4) Maint. of road by laying Jhama and hot-mix at bye lane of Khudiram Pally near Prem. No. V 19/2 in Ward No. 126; ₹ 4,02,855.56; 5) Const. of sanitary latrine at slum area of Patra Para in Ward No. 144; ₹ 3,94,203.81; 05.08.2021 at 12.00 noon / 12.30 p.m.(for Sl. No. 1 to 5); 6) Maint. of sanitary latrine at slum area of Mondal Para in Ward No. 144; ₹ 3,86,994.54; 06.08.2021 at 12.00 noon / 12.30 p.m.; 7) Const. of sanitary latrine at slum area of Bhuban Mohan Roy Road in Ward No. 123; ₹ 4,89,012.47; 10.08.2021 at 12.00 noon / 12.30 p.m.** For detailed information please visit KMC website **https://www.kmcgov.in (for Sl. No. 1 to 7)**

249/21-22